SEMESTER-I (General)
CC-1, Indian Epistemology & Metaphysics
চার্বাক. প্রত্যক্ষ প্রমিতি

২। 'প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ' "Perception is the only source of knowledge." উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তা জ্ঞানের কোন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জ্ঞান তত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল প্রকৃত জ্ঞান কাকে বলে, এই জ্ঞান লাভের উপায় কি?

ভারতীয় দর্শনে প্রকৃত বা যথার্থ জ্ঞানকে বলে প্রমা। প্র শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট আর 'মা' শব্দের অর্থ জ্ঞান, সুতরাং প্রমা মানে প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান। এই প্রকার জ্ঞান সংশয়হীন ও বিপর্যয় শূন্য জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই প্রকার সংশয়হীন ও বিপর্যয় শূন্য। তাই এই জ্ঞান যথার্থ বা প্রমা জ্ঞান। আর এই প্রত্যক্ষ প্রমা জ্ঞানের করণকে বলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চার্বাক মতে প্রমা হবে সত্য জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান প্রমা নয়, তাকে বলে অপ্রমা, প্রমা জ্ঞান হবে নিঃসন্দিগ্ধ, বা সংশয় শূন্য। সংশয় প্রমা জ্ঞান নয়। অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র যথার্থ ও নিঃসন্দিগ্ধ সংশয়শূন্য, বিপর্যয়শূন্য জ্ঞান দান করে। তাই তাদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। 'প্রত্যক্ষমেকৈবম্ প্রমাণম্।'

চার্বাক মতে প্রত্যক্ষে যা পাওয়া যায় না, তা স্বীকার করা যায় না। যে বস্তু কোন কালে কোন লোক প্রত্যক্ষগোচর হয় না তা কোনভাবেই

অলীক। এই এরা অনুমান, উপমান, শব্দ ইত্যাদিকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। চার্বাকমতে ① প্রত্যক্ষ সরাসরি অনুভব ② অপরোক্ষ ③ সম্যক বাস্তবানুগ তাই নাস্তিক একমাত্র প্রমাণ। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষ হল মন ও পঞ্চ বহিঃ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্যক অপরোক্ষ অনুভব। এই রকম অনুভব কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। এ অপরোক্ষ বা সরাসরি পাওয়া অভিজ্ঞতা। এই প্রকার অনুভব সংশয় বা ভ্রান্তি শূন্য বলে সঠিক বা সম্যক অনুভব। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষ দু প্রকার যথা ① বাহ্য প্রত্যক্ষ ② মানস প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান এত সার্থক যে এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ কোন অবকাশ নেই। বাহ্য ইন্দ্রিয় মারফৎ যে জ্ঞান লাভ করা যায় সেই একমাত্র সত্য ও যথার্থ। যা কিছু প্রত্যক্ষ গোচর সেই সত্য, যা প্রত্যক্ষের বাইরে তা অসম্ভব। প্রত্যক্ষ বলতে চার্বাকরা বহিরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষকেই বুঝেছেন। অনুমান, উপমান, শব্দ প্রভৃতি তথাকথিত প্রমাণ থেকে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তা সব সময় যথার্থ হয় না বা সত্য হয় না, প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞান সরাসরি হয় সেজন্য সংশয়, সন্দেহ মুক্ত, বিপর্যয় শূন্য জ্ঞান। সেই কারণে মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ।

তাছাড়া অন্যান্য প্রমাণ গুলি কোন না কোন ভাবে প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। যেমন দূরে পাহাড়ে ধূমের প্রত্যক্ষ না হলে সেখানে বহ্নি বা আগুনের অনুমান উৎপত্তি হয় না। এই অনুমান প্রত্যক্ষের উপর-নির্ভরশীল, সেই রকম শব্দ প্রমাণ ও প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। এই প্রত্যক্ষ হল সব প্রমাণের মূল প্রমাণ। অতএব প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য হল।

কিন্তু প্রত্যক্ষ যদি সবচেয়ে অভ্রান্ত অনুভব হয় তখন আমাদের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হয় কেন? আমরা রজ্জুতে সর্প দেখি কেন? মরুভূমিতে মরীচিকা দেখি কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে ভাইকেরা বলেন ইন্দ্রিয়ের দোষ, আলোর অভাব ইত্যাদি নানা কারণে প্রত্যক্ষজ্ঞানে ভুল হতে পারে, এই সকলের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য বাধিত হয়। এই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ যথার্থ প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু নির্দোষ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে প্রত্যক্ষ হয় তা অভ্রান্ত ও নির্ভরযোগ্য। ভ্রম প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ হয় না। দার্শনিক দৃষ্টি বলে প্রত্যক্ষ করে। সর্বদা সব রকম প্রত্যক্ষ কথা এই সকলের বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ কখনই ভুল হয় না।

~~উত্তরঃ~~ মূল্যায়ন:

সব মতবাদেরই কিছু না কিছু দোষ ত্রুটি থাকে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রত্যক্ষ সম্পর্কে চার্বাক মতের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি উঠেছে আপত্তি গুলি হল:

১। সর্বাবস্থায় পারোক্ষ জ্ঞানকে অযথার্থ বলেছেন অনুমান পারোক্ষ জ্ঞান তাই অনুমান অযথার্থ, জৈন মত চার্বাকদের এই যুক্তির আপত্তি করে বলেছেন পারোক্ষ জ্ঞান হওয়ার জন্য যদি অনুমান অযথার্থ হয় তবে প্রত্যক্ষও অযথার্থ কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় নির্ভর তাই পারোক্ষ। ইন্দ্রিয় নির্ভর হওয়ার জন্য প্রত্যক্ষকেও অযথার্থ বলতে হবে

২। চার্বাক মতে 'প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ' এই উক্তিটি একটি সার্বিক উক্তি। এই উক্তিটির দ্বারা বোঝানো হয় সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যথার্থ। কিন্তু সকল বলতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালের প্রত্যক্ষকে বোঝায়। যা বাস্তবিক কারো পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়, তাহলে স্বীকার করতেই হয় চার্বাকগণ অনুমানকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করেছেন।

চার্বাক মতে অনুমান ও শব্দ প্রমাণ নয়, কারণ এগুলি আমাদের ভ্রান্ত জ্ঞান দেয়। এই একই যুক্তিতে প্রত্যক্ষকেও প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা যায় না কেননা

প্রত্যক্ষও আমাদের অনেক সময় ভ্রান্ত জ্ঞান দেয় তা নাহলে আমরা দড়িকে সাপ বলে ভুল করি, অন্ধকারে থামকে মানুষ বলে ভুল করি কেন, আবার ঝিনুককে মুক্ত বলেও ভুল হয়, তাহলে বলতে হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণও ভ্রান্ত জ্ঞান দেয়

৪) "প্রত্যক্ষম একম প্রমাণম" চার্বাকদের এই মতবাদ মানলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন অসম্ভব হবে, কারণ, কখনও কখনও দেখা জিনিসের ভিত্তিতে অদেখা জিনিসকে অনুমান করতে হয় যেমন ধোঁয়া দেখে আগুন অনুমান করতে হয়। তাই সুশিক্ষিত চার্বাকগণ অনুমানকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করেছেন। ~~আর চার্বাকগণ~~ (তবে উঁরা অলৌকিক বিষয় যেমন - ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, পরলোক মানেন নি।) তাই চার্বাক মতে প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বলা যায় না।

— o —